ভোরের কাগজ

তারিখ 04 … 2005 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

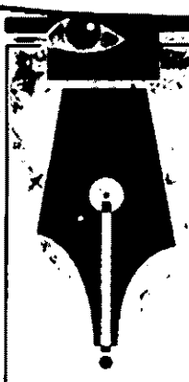

একই দিনে ৪১ শিক্ষকের চাকরিচ্যুতি!

ম্যানেজিং কমিটি বিষয়ক দ্বন্দ্বের কারণে হুমকির মুখে রাজধানীর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম। কমিটি প্রধানের কর্তৃত্ব, অধ্যক্ষের পদ নিয়ে লড়াই– এসব দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ছেন শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও। অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোতে। একই ধরনের জটিলতায় গত সোমবার মনিপুর হাইস্কুলের ৪১ জন শিক্ষকের একই দিনে চাকরিচ্যুতির সংবাদটি পরিস্থিতির ভয়াবহতাকেই প্রকাশ করে।

মনিপুর স্কুলসহ রাজধানীর বেশকটি নামীদামি স্কুলে সৃষ্ট জটিলতা, উদ্ভূত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বেশ কিছুদিন ধরেই পত্রপত্রিকায় খবর হয়ে আসছে। এ তালিকায় রয়েছে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, প্রভাতী বিদ্যানিকেতন ইত্যাদি। ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত জটিলতার জেরে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অধ্যক্ষের পদ নিয়ে দলাদলির পরিণামে হাতাহাতি এবং স্কুলে পুলিশ মোতায়েন করে ক্লাস চালানোর পরিস্থিতি পর্যন্ত তৈরি হয়েছে।

গতকালের ভোরের কাগজের রিপোর্ট, পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান স্থানীয় বিএনপি সাংসদের নির্দেশে রাজধানীর মিরপুরের মনিপুর স্কুলের ৪১ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়। সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়াই গত সোমবার তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বলা হয় আর স্কুলে না আসতে। সংশ্লিষ্টদের মতে, বর্তমান কমিটিপ্রধান সাংসদের না-পছন্দ সাবেক প্রধান শিক্ষকের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্তির 'অপরাধেই' এই শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতি। জানা যায়, স্থানীয় সাংসদ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির প্রধানের পদ গ্রহণের এক পর্যায়ে তিনি স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে সরে যেতে বাধ্য করেন। তার চাকরিচ্যুতি ও নতুন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ, আদালতের হস্তক্ষেপে আবারো দায়িত্বে পুনর্বহাল, আবারো বিদায়– এ নিয়ে দলাদলি, যা সৃষ্টি করে মারমুখী উত্তেজনাকর পরিস্থিতি– সর্বশেষ ৪১ জন শিক্ষকের এই চাকরিচ্যুতি। চাকরিচ্যুতদের দাবি, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ডেমনস্ট্রেশন ক্লাসসহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। বিভিন্ন স্কুল থেকে চাকরি ছেড়ে এসে যোগদানের দেড় মাসের মাথায়ই তাদের পড়তে হয়েছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তায়, এক অমানবিক পরিস্থিতিতে।

অভিযোগ আছে যে, স্থানীয় সাংসদ ২০০২ সালের ২৫ নভেম্বর স্কুল পরিচালনা কমিটির প্রধান হওয়ার পর থেকে কোনো নির্বাচন না দিয়ে ৬ মাস মেয়াদ অন্তর গঠিত এডহক কমিটি দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। অর্থাৎ স্কুল পরিচালনার মূল সংস্থাকে অস্থায়ী রেখে কমিটিপ্রধান একচ্ছত্র আধিপত্যে ইচ্ছামতো কাজকর্ম করে যাচ্ছেন– 'যার নমুনা এই গণচাকরিচ্যুতি। এ অভিযোগগুলো অবশ্যই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ কারো খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে কোনো প্রতিষ্ঠান বা তৎসংশ্লিষ্টদের চাকরি-জীবিকা হুমকিগ্রস্ত হতে পারে না।

আমরা আশা করবো, সরকার দেশের শিক্ষা প্রতিষ্টান বিশেষ করে রাজধানীর স্কুলগুলোর অব্যাহত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দেবে। ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৌরব অর্জনকারী মনি-পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অচলাবস্থার ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত করে এবং ৪১ শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির বিষয়টি অনুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ক্ষমতার দম্ভ-রাজনীতি-দলাদলির রাহুগ্রাস থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচাতেই হবে।

আমরা আশা করবো, সরকার দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে রাজধানীর স্কুলগুলোর অব্যাহত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দেবে। ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৌরব অর্জনকারী মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অচলাবস্থার ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত করে এবং ৪১ শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির বিষয়টি অনুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।